দৈনিক সংবাদ

তারিখ 02 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

টঙ্গী সরকারি কলেজ ঃ শিক্ষক সংকট ও স্থানাভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে

টঙ্গী, ১লা ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– টঙ্গী সরকারি কলেজ দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় ডুবে রয়েছে।

১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠার পর ১৯৮৮ সালে কলেজটি সরকারিকরণ করা হয়। কিন্তু এলাকার চাহিদা অনুসারে এর উন্নয়ন এখনো তেমনটি হয়নি।

সরকারিকরণের পর কলেজ অফিস ভবন পাকা করা হয়েছে এবং দু'টি পাকা ভবন তৈরি করা হয়েছে। কলেজের মোট ভবনের সংখ্যা পাঁচটি। এতে পাঁচশ'য়ের মত ছাত্রছাত্রীর স্থান সংকুলান হবার ব্যবস্থা রয়েছে কিন্তু কলেজে বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় চার হাজার। শ্রেণীকক্ষের অভাবে ক্লাস চালানো দুরূহ হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন ক্লাসে দাঁড়িয়ে থেকে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ গ্রহণ করতে হচ্ছে। প্রতিবেঞ্চে ছয়/সাত জন করে বসতে দেখা যায়।

- বেঞ্চে বসাকে কেন্দ্র করে এখানে প্রায়ই ঝগড়া লেগেই থাকে। বেঞ্চে বসাকে কেন্দ্র করে বহবার ছাত্র সংঘর্ষ হয়েছে, আহত হয়েছে ছাত্র, বন্ধ হয়েছে কলেজ। স্থান সংকুলান না হবার কারণে কলেজের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য নিকটস্থ আরো দু'টি বিদ্যালয়কে ব্যবহার করতে হয় সব সময়।

ফলে নিকটস্থ বিদ্যালয়গুলোর ক্লাস বন্ধ রেখে তা ছুটি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।

ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে না। বাড়ছে না অন্য সুযোগ–সুবিধা। শিক্ষকের অপ্রতুলতার জন্য ক্লাস চালানোসহ পরীক্ষা চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। কলেজে নেই প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, বিজ্ঞানাগার, খেলাধুলা সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র এবং বইপুস্তক।

পাঠাগার ও বইয়ের সমস্যা এখানে দীর্ঘদিনের। কলেজ সংলগ্ন টঙ্গী পৌর পাবলিক পাঠাগারটি কলেজের কোন কাজে আসে না। সেখানে নেই কোন রেফারেন্স বই। গল্পের বই নিয়েই পাঠাগারটি চলছে কোন রকমে।

কলেজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে প্রয়োজনীয় জমি, কলেজের নিজস্ব মাঠ নেই বললেই চলে। এক ঢিলতে জমির ওপর অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছে টঙ্গী সরকারি কলেজ। বর্তমানে নির্মাণাধীন টঙ্গী স্টেডিয়াম মাঠটি কলেজের মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্টেডিয়ামের মাঠটির সামনে বিশাল একটি ফটক নির্মাণ করে স্টেডিয়াম মাঠ কলেজের সম্পত্তি বলে দখল করা হয়েছে। এই জমিটির মালিকানা সম্পর্কিত ব্যাপারটি এখনো বিতর্কিত রয়েছে। অথচ জমিটি নিয়ে আদমজী অর্থাৎ জুট মিলস্ কর্পোরেশন, টঙ্গী পৌরসভা ও কলেজের মধ্যে দখলী টানাহেঁচড়া চলছে। মাঠটি পানিতে ডুবে থাকে প্রায় বছরের অর্ধেক সময়, ফলে কোন কাজেই লাগে না তা, কলেজের ভবন নির্মাণের জন্য জমি দরকার, কিন্তু বিতর্কিত জমিটি এ পর্যন্ত কলেজের নামে কাগজে কলমে হস্তান্তর করা হয়নি

টঙ্গী সরকারি কলেজকে উন্নত ও প্রশস্ত করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

সরকারি কলেজ হিসেবে যে ছাত্রছাত্রী ভর্তির সুযোগ সুবিধা পাবার কথা এখানে তা বাস্তব কারণে মানা সম্ভব হয় না। তবে চলতি বছর একটি নিয়ম প্রবর্তন করে শুধু প্রথম বিভাগপ্রাপ্তদের ভর্তির সুযোগ দিয়ে ভর্তির চাপ কিছুটা কমানো হয়েছে। টঙ্গীতে আর কোন কলেজ না থাকায় টঙ্গী সরকারি কলেজের ওপর অতিরিক্ত ভর্তির চাপ পড়ে।